উজ্জীবক বার্তা

বর্ষ- ১৫ ❖ সংখ্যা- ৬৭ ❖ জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০১৭

THE HUNGER PROJECT

‘এসডিজি অর্জনে দরকার সামাজিক আস্থা এবং শক্তিশালী ও কার্যকর স্থানীয় সরকার’

টেকসই উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা (এসডিজি) অর্জনের লক্ষ্যে একটি সমন্বিত ‘কমিউনিটি-চালিত উন্নয়ন কর্মসূচি’ পরিচালনা করা, সামাজিক আস্থা প্রতিষ্ঠা, সর্বোপরি স্থানীয় সরকারব্যবস্থাকে কার্যকর ও শক্তিশালী করা প্রয়োজন বলে মন্তব্য করেছেন অর্থনীতিবিদ ও উন্নয়ন বিশেষজ্ঞরা। তাঁরা ব্র্যাক ও দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর যৌথ উদ্যোগে ২৫ মে ২০১৭, রাজধানীর মহাখালীতে অবস্থিত ব্র্যাক সেন্টারে ‘Community Trust, Local Government and SDG Achievement’ শীর্ষক এক গোলটেবিল বৈঠকে উপরোক্ত মন্তব্য করেন।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ-এর (সিপিডি) চেয়ারম্যান অধ্যাপক রেহমান সোবহান। অনুষ্ঠানে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর গ্লোবাল ভাইস প্রেসিডেন্ট ও কান্ট্রি ডিরেক্টর ড. বদিউল আলম মজুমদার। অনুষ্ঠানটি সঞ্চালনা করেন ‘সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ’-এর (সিপিডি) সম্মানিত ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য। গোলটেবিল বৈঠকে আলোচক হিসেবে জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি-ইউএনডিপি’র কান্ট্রি ডিরেক্টর সুদীপ্ত মুখার্জি, স্থানীয় সরকার বিশেষজ্ঞ ড. তোফায়েল আহমেদ, ব্র্যাক-এর ডিরেক্টর আন্না মিন্‌জ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে ব্র্যাক ও দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর যৌথ অংশীদারিত্বে পরিচালিত ‘স্থানীয় সরকার শক্তিশালীকরণ’ শীর্ষক প্রকল্পভুক্ত এলাকা থেকে আগত ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান, ইউপি সদস্য ও স্বেচ্ছাব্রতীরা তাঁদের অভিজ্ঞতা ও মতামত তুলে ধরেন।

অধ্যাপক রেহমান সোবহান বলেন, ‘স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালী করার জন্য অনেক আগ থেকেই বিভিন্ন উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। সব জায়গায় দেখা গেছে, এটি একটি রাজনৈতিক বিষয়। আমরা দেখেছি যে, ভারতের পশ্চিমবঙ্গে জ্যোতি বসু তাঁর রাজনৈতিক দলের কর্মীদের দিয়ে স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালী করার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু তাঁর দল এখন ক্ষমতায় নেই। একইভাবে সোভিয়েত ইউনিয়নেও দলীয় কর্মীদের দিয়ে স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালী করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছিল। তাই আমাদের এখানে স্থানীয় সরকার শক্তিশালী করার উদ্যোগগুলো নেয়ার আগে সেগুলো টেকসই হবে কিনা ভাবতে হবে।’

মূল প্রবন্ধ উপস্থাপনকালে ড. বদিউল আলম মজুমদার বলেন, ‘এমডিজি বাস্তবায়নকালে রাজনৈতিক অস্থিরতা বিরাজ করলেও সামাজিক সম্প্রীতির কারণেই আমরা সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জনে সক্ষম হয়েছি। এমডিজিতে বাংলাদেশের সাফল্য একটি দৃষ্টান্ত, যা সম্ভবত বিশ্ব নেতৃত্বকে উৎসাহিত করেছে ২০৩০ সালকে ধরে ‘টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট’র (এসডিজি) মতো উচ্চাভিলাষী লক্ষ্য নির্ধারণে। মূলত এমডিজিকে ভিত্তি করেই এসডিজির লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ এবং নতুন চ্যালেঞ্জ হিসেবে গুণগত উৎকর্ষ জলবায়ু পরিবর্তন ও সুশাসনকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। সাম্প্রতিক গবেষণা থেকে দেখা যাচ্ছে যে, স্থানীয় পর্যায়ে সামাজিক আস্থা (community trust)

সম্পাদক
ড. বদিউল আলম মজুমদার

উপ-সম্পাদক
নাছিমা আক্তার জলি
আহসানুল কবির

নির্বাহী সম্পাদক
নেসার আমিন

কৃতজ্ঞতা স্বীকার
দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর আঞ্চলিক কর্মকর্তাগণ

প্রকাশকাল
১০ নভেম্বর ২০১৭

ডিজাইন ও মুদ্রণ
ইনোসেন্ট ট্রেড ইন্টারন্যাশনাল
১৪৭/১, আরামবাগ, ঢাকা-১০০০।

প্রকাশক
দি হাঙ্গার প্রজেক্ট
হেরাল্ডিক হাইট্‌স, ২/২, ব্লক-এ
মোহাম্মদপুর, মিরপুর রোড
ঢাকা-১২০৭
ফোন: ৯১৩ ০৪৭৯, ৯১২ ২০৮৬
ফ্যাক্স: ৯১৪ ৬১৯৫
ওয়েব: www.thpbd.org
ফেসবুক: facebook.com/THPBangladesh

খুব দ্রুতই ফিরিয়ে আনা সম্ভব এবং তা অর্থনৈতিক অগ্রগতিতে প্রত্যক্ষ ভূমিকা রাখতে পারে। একইভাবে এই গবেষণায় আরও সুস্পষ্ট হয়েছে, সামাজিক সম্প্রীতি আমাদের এসডিজির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে একটি সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করতে পারে।'

তিনি বলেন, 'বিভিন্ন দেশের সেরা চর্চাগুলো (Best Practices) অন্তর্ভুক্ত করার মাধ্যমে ইউনিয়ন পরিষদ আইন ২০০৯ প্রণীত হয়, যা বাংলাদেশের স্থানীয় সরকারব্যবস্থাকে শক্তিশালী করেছে। এই আইনের আলোকে স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালী ও কার্যকর করে এমডিজি ইউনিয়ন গড়ার লক্ষ্যে তিন বছর আগে (২০১৪) ব্র্যাক ও দি হাঙ্গার প্রজেক্ট চারটি জেলার ৬১টি ইউনিয়নে যৌথভাবে কাজ শুরু করে। এই কার্যক্রমের লক্ষ্য ছিল মূলত গতানুগতিক মানসিকতার পরিবর্তন, ইউনিয়ন পরিষদের সামর্থ্য বিকাশ ও জনগণকে সংগঠিত করার মধ্য দিয়ে একটি সমন্বিত কমিউনিটি চালিত উন্নয়ন কর্মসূচি পরিচালনা করা, যা বর্তমানে 'এসডিজি ইউনিয়ন স্ট্র্যাটেজি' নামে পরিচিত। এই কর্মসূচির মাধ্যমে একদল স্বেচ্ছাব্রতী উজ্জীবক, তরুণ ও নারী নেতৃত্ব সৃষ্টি করা হয়েছে, যারা ইউনিয়ন পরিষদের সাথে নিয়মিত ও গঠনমূলক অংশীদারিত্ব গড়ে তোলার মাধ্যমে তৃণমূলের উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করছে। একইসঙ্গে তারা স্থানীয় সচেতন ও সংগঠিত নাগরিক এবং অপরাপর স্থানীয় সংগঠনের অংশগ্রহণে 'তৃণমূলের নাগরিক সমাজ' গড়ে তুলেছে।'

ছবি: মতামত তুলে ধরছেন সাবেক সচিব এ. কে এম. আব্দুল আউয়াল মজুমদার এবং ফর ইউ ফর এভার-এর প্রেসিডেন্ট রেহানা সিদ্দিকী।

তিনি আরও বলেন, 'সম্প্রতি বিশ্ববিখ্যাত চারটি প্রতিষ্ঠানের –BRAC, Princeton, Cambridge and Columbia Universit– গবেষকগণ চারটি কেইস স্টাডির ভিত্তিতে একটি গবেষণামূলক প্রবন্ধ Proceedings of the American Academy of Sciences-এ প্রকাশ করেন। এরমধ্যে একটি কেইস স্টাডি ব্র্যাক ও দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর সাথে যৌথ অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে বাস্তবায়িত ৬১টি এসডিজি ইউনিয়নকে কেন্দ্র করে। উক্ত গবেষণায় দেখা গেছে যে, Control Union-এর চেয়ে ৬১টি এসডিজি ইউনিয়নে সামাজিক আস্থা অর্জনে উল্লেখযোগ্য পরিসংখ্যানগত উন্নতি হয়েছে।'

ড. বদিউল আলম মজুমদার বলেন, 'এসডিজি ইউনিয়ন স্ট্রাটেজি' একটি সমন্বিত ও ধারাবাহিক উন্নয়ন প্রক্রিয়া। এই প্রক্রিয়ার আওতায় প্রশিক্ষণ, সামর্থ্য বৃদ্ধি, মানুষকে সংগঠিত ও ক্ষমতায়িত করার মাধ্যমে সামাজিক আস্থা তৈরিতে ভূমিকা রাখে, যা মানুষের মধ্যে হাল ছেড়ে দেয়া ও পরনির্ভরশীলতার মানসিকতা পরিবর্তন করে এবং তাদের নিজেদের উন্নয়ন লক্ষ্য নির্ধারণ ও তা অর্জনের জন্য অনুপ্রাণিত করে। যখন স্থানীয় সরকার এবং জনগণের মধ্যে পারস্পরিক আস্থা ও বিশ্বাস গড়ে উঠে, তখন তারা কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করার সুফল দেখতে পায়। তখন মানুষ নিষ্ক্রিয় ও উপকারভোগীর মনোভাব থেকে বেরিয়ে সুশাসন ও উন্নয়নের লক্ষ্যে সক্রিয় নাগরিক হয়ে উঠে। মানুষ বৈচিত্র্যকে সম্মান করতে শেখে এবং শান্তি ও সম্প্রীতিতে বসবাস করতে ভালবাসে।'

তিনি বলেন, সম্প্রতি বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে যে, এসডিজি অর্জনের মূল চাবিকাঠি হচ্ছে নারীকে অগ্রাধিকার দিয়ে কমিউনিটি চালিত উন্নয়ন (Community-led development), বিশেষ করে যেখানে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীগুলোর নানা রকম আশা-আকাঙ্ক্ষা ও চাহিদা এখনও পূরণ হয়নি, যেমন, তরুণদের একটি বড় অংশ উগ্রবাদে জড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা রয়েছে। এখন আমাদের সামনে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন, বাংলাদেশের বর্তমান প্রেক্ষাপটে কোন উপায়ে সর্বোত্তম উন্নয়ন সম্ভব? এটি স্পষ্ট যে, বাংলাদেশের নাগরিক সমাজ ও সংগঠনগুলোর পর্যাপ্ত সামর্থ্য ও শক্তি রয়েছে, যারা এদেশের প্রতিটি ইউনিয়ন পরিষদের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে Community-led development বা কমিউনিটি-চালিত উন্নয়নের মাধ্যমে স্থানীয় উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারে। উল্লেখ্য যে, ব্র্যাক-দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর যৌথ অংশীদারিত্বে পরিচালিত 'স্থানীয় সরকার শক্তিশালীকরণ' প্রকল্প এলাকায় উক্ত পদ্ধতিটি ব্যবহার করা হয়েছে, যা স্থানীয় উন্নয়নে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। আমরা মনে করি, এই পদ্ধতিতে স্থানীয় সরকারের সাথে সকল উন্নয়ন সহযোগী সংস্থা যুক্ত হয়ে কাজ করতে পারে, যা এসডিজি অর্জনের পথকে আরও সুগম করবে।

আন্না মিন্‌জ বলেন, 'আমরা মনে করি, স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালী করতে হলে জনপ্রতিনিধিদের সামর্থ্য বৃদ্ধি করা প্রয়োজন, যাতে আইনের আলোকে তারা পরিষদকে পরিচালনা করতে পারে। একইসঙ্গে যদি একদল সচেতন নাগরিক তৈরি করা যায় তাহলে তারা পরিষদের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে পারেন এবং একইসঙ্গে তারা তাদের ইউনিয়নে আয়বৃদ্ধিমূলক বিভিন্ন কর্মকাণ্ড ও প্রচারাভিযানের মাধ্যমে মানুষকে সচেতন করে তুলতে পারেন। এই বোধ থেকে ব্র্যাক ও দি হাঙ্গার প্রজেক্ট যৌথ অংশীদারিত্বে ২০১৪ সালে 'স্থানীয় সরকার শক্তিশালীকরণ' প্রকল্প শুরু করে। ইতিমধ্যে এই প্রকল্পের কাজ নিয়ে যে গবেষণা হয়েছে তাতে দেখা গেছে যে, প্রকল্প এলাকায় বর্তমানে ইউনিয়ন পরিষদ পদ্ধতিগতভাবে কাজ করছে এবং স্বেচ্ছাব্রতীরা পরিষদের কাজে স্বেচ্ছাব্রতীরা সহায়তা করছে, যার ফলে উন্নয়ন ত্বরান্বিত হচ্ছে। আমরা মনে করি, আমাদের এই অভিজ্ঞতা এসডিজি অর্জনের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক হিসেবে কাজ করতে পারে।'

ছবি: অভিজ্ঞতা ও মতামত তুলে ধরছেন পিলজংগ ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান খান শামীম জামান পলাশ (বামে) ও কয়েকজন স্বেচ্ছাব্রতী

ড. তোফায়েল আহমেদ বলেন, 'আমরা যদি সুষ্ঠু কর্ম-পরিকল্পনার মাধ্যমে এসডিজি বাস্তবায়ন করতে চাই তাহলে স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালী ও কার্যকর করা দরকার। কারণ এতে উন্নয়ন টেকসই হয়। যদি একটি ইউনিয়নের জনপ্রতিনিধিদের সামর্থ্য বৃদ্ধি করা যায় এবং তাদের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটানো যায় তাহলে তারা পদ্ধতিগতভাবে পরিষদ পরিচালনা করবেন। একইসঙ্গে যদি সেখানে একদল প্রশিক্ষিত স্বেচ্ছাব্রতী তৈরি করা যায় তাহলে তারা পরিষদের কাজে সহায়তার পাশাপাশি পরিষদের কাজের স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে পারেন। এক্ষেত্রে সফল উদাহরণ তৈরি করেছে ব্র্যাক ও দি হাঙ্গার প্রজেক্ট পরিচালিত 'স্থানীয় সরকার শক্তিশালীকরণ' প্রকল্প। এই প্রকল্পের অভিজ্ঞতায় আমরা দেখেছি, প্রকল্প এলাকায় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক স্বেচ্ছাব্রতী তৈরি হওয়ায় ঐসব ইউনিয়নে স্থায়ী কমিটিগুলো সক্রিয় রয়েছে।'

সুদীপ্ত মুখার্জি বলেন, 'কমিউনিটির জনগণ যদি স্থানীয় সরকার বিশেষ করে ইউনিয়ন পরিষদের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত থাকে তাহলে অনেক স্থানীয় সমস্যার সমাধান করা যায়। এতে উন্নয়ন ত্বরান্বিত হওয়ার পাশাপাশি সরকারি কাজের স্বচ্ছতা নিশ্চিত হয়। আমরা দেখেছি, সিয়েরালিওনে যখন ইবোলা ভাইরাস ছড়িয়ে পড়ে তখন স্থানীয় সরকারের উদ্যোগেই সে সমস্যার সমাধান করা হয়।'

সমাপনী বক্তব্যে ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বলেন, 'স্থানীয় সরকারকে শক্তিশালী করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের সরাসরি সম্পৃক্ততা ও পৃষ্ঠপোষকতা দরকার। এছাড়া স্থানীয় উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার জন্য স্থানীয় পর্যায়ে প্রশিক্ষিত স্বেচ্ছাব্রতী দরকার।' একইসঙ্গে জনপ্রতিনিধিদের সৎ ও যোগ্য হওয়া দরকার বলে মন্তব্য করেন।

খুলনায় নাগরিক সংলাপ

এসডিজি অর্জনে সুশাসন প্রতিষ্ঠা ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ প্রতিষ্ঠার তাগিদ

'দি হাঙ্গার প্রজেক্ট' ও 'এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম'-এর যৌথ উদ্যোগে ২০ মে ২০১৭, সিএসএস আভা সেন্টার, খুলনায় অনুষ্ঠিত হয় 'এসডিজি অর্জনে স্থানীয় উদ্যোগ: তৃণমূলের কণ্ঠস্বর' শীর্ষক সংলাপ। সংলাপে খুলনা বিভাগের শিক্ষাবিদ, উন্নয়নকর্মী, অর্থনীতিবিদ, সমাজকর্মী, ব্যবসায়ী, রাজনীতিবিদ ও সাংবাদিক-সহ সমাজের বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার প্রতিনিধি অংশ নেন।

অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান মনি, মেয়র, খুলনা সিটি করপোরেশন, মো. আবদুস সামাদ, বিভাগীয় কমিশনার, খুলনা। অনুষ্ঠানে প্রারম্ভিক বক্তব্য রাখেন ড. মুশতাক রাজা চৌধুরী, কোর গ্রুপ সদস্য, এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম ও ভাইস চেয়ারম্যান, ব্র্যাক। সংলাপে সভাপতিত্ব করেন ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য, আহ্বায়ক, এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম ও সম্মানিত ফেলো, সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ (সিপিডি)।

সংলাপে মূল প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন ড. বদিউল আলম মজুমদার, গ্লোবাল ভাইস প্রেসিডেন্ট ও কান্ট্রি ডিরেক্টর, দি হাঙ্গার প্রজেক্ট। লিখিত বক্তব্যে তিনি বলেন, '২০১৫ সালে জাতিসংঘের শীর্ষ সম্মেলনে বাংলাদেশের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা-সহ ১৯৩টি দেশের রাষ্ট্র/সরকার প্রধানগণ 'Transforming our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development' শিরোণামের একটি কর্ম-পরিকল্পনা অনুমোদন করেন। এই কর্ম-পরিকল্পনায় অনেকগুলো সুদূরপ্রসারী, গণকেন্দ্রিক ও রূপান্তর সৃষ্টিকারী লক্ষ্য ও টার্গেট অন্তর্ভুক্ত, যা Global Goals বা ২০৩০ Agenda বা 'এসডিজি' হিসেবে অভিহিত। এটি একটি ঐতিহাসিক আন্তর্জাতিক দলিল।' এসডিজির ১৭টি অভীষ্টের মধ্যে 'অভীষ্ট-১৬' অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলে তিনি মনে করেন। তিনি বলেন, 'এসডিজি ১৬ তথা 'টেকসই উন্নয়নের জন্য শান্তিপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক সমাজ প্রতিষ্ঠা করা, সবার জন্য ন্যায়বিচার প্রাপ্তির পথ সুগম করা এবং সর্বস্তরে কার্যকর, জবাবদিহিপূর্ণ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলা'র ওপর পরিপূর্ণভাবে অন্য সকল অভীষ্ট অর্জন নির্ভর করে।'

তিনি এসডিজির অভীষ্টসমূহ অর্জনে 'দি হাঙ্গার প্রজেক্ট' সূচিত এসডিজি ইউনিয়ন কৌশল তুলে ধরেন। তৃণমূলে এসডিজি অর্জনে তিনি ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি, ইউনিয়ন পর্যায়ে সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী, স্থানীয় নাগরিক সমাজ এবং নারী, তরুণ, অতি দরিদ্র-সহ সকল স্তরের নাগরিকের সমন্বয়ে 'কমিউনিটি-চালিত উন্নয়ন কৌশল'-এর ওপর গুরুত্বারোপ করেন। অর্জন যাতে স্থায়িত্বশীল হয় সেজন্যে তিনি ইউনিয়ন পরিষদের মালিকানা এবং ব্যবস্থাপনা নিশ্চিত করার সুপারিশ করেন। তিনি জনগণকে জাগিয়ে তুলে সামাজিক আন্দোলন বা সামাজিক প্রতিরোধের মাধ্যমে বাল্যবিবাহ, নারী নির্যাতন, মাদকাশক্তি, শিশুদের বিদ্যালয়গামীকরণ-সহ বিভিন্ন সমস্যার সমাধানের ওপর গুরুত্বারোপ করেন। দি হাঙ্গার প্রজেক্ট পরিচালিত এসডিজি ইউনিয়ন কার্যক্রমের অভিজ্ঞতা তুলে ধরে তিনি বলেন, 'যে সকল ইউনিয়ন পরিষদ সমাজের সংগঠিত সামাজিক শক্তিকে বেশি কার্যকরভাবে কাজে লাগাতে পেরেছে সেখানেই বেশি সফলতা অর্জিত হয়েছে।'

সংলাপে অংশগ্রহণকারীগণ তৃণমূলের কণ্ঠস্বরকে সোচ্চার করতে, শান্তি এবং ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় তাঁদের নানা মতামত তুলে ধরেন। নির্বাচিত স্থানীয় জনপ্রতিনিধিগণ বলেন, 'ইউনিয়ন পরিষদ আইনে সম্পদ এবং জনবল প্রদানের উদ্দেশ্যে হস্তান্তরযোগ্য যেসব বিভাগ নির্ধারিত আছে তা বাজেট এবং জনবল-সহ ইউনিয়ন পরিষদে অবিলম্বে হস্তান্তর করা গেলে পরিষদ অধিকতর কার্যকর হবে এবং এতে জনগণ মানসম্মত সেবা পাবে। খুলনা বিভাগ এবং উপকূলীয় জনদুর্ভোগ ইত্যাদি সমাধানে উদ্যোগ নেয়ার জন্য মেয়র এবং বিভাগীয় কমিশনারকে অনুরোধ জানান সংলাপে আগত অংশগ্রহণকারীবৃন্দ। বিভাগীয় কমিশনার সরকার গৃহীত বিভিন্ন সৃজনশীল উদ্যোগের কথা তুলে ধরেন। উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ হিসেবে খুলনাকে ভিক্ষুকমুক্ত করা, মানুষকে নিজের পায়ে দাঁড় করাতে পুঁজি এবং প্রশিক্ষণ দেয়ার ওপর তিনি এবং তার প্রশাসন মনোযোগী রয়েছে বলে অংশগ্রহণকারীদের অভিহিত করেন।

মেয়র মনিরুজ্জামান মনি তাঁর বক্তব্যে অধিকতর নাগরিক সেবা নিশ্চিত করার জন্য নাগরিকদের কার্যকরভাবে সংগঠিত করা, সিটি করপোরেশন ও সেবাদানকারী সংস্থাগুলোর মধ্যে অধিকতর সমন্বয় সাধনের প্রয়োজনীয়তার কথা তুলে ধরেন। নগরীতে সড়ক দুর্ঘটনা রোধ ও সড়কের সমস্যার সমাধানের জন্য তিনি সিটি করপোরেশন এবং ওয়াসার মধ্যে সমন্বয় সাধনের আহ্বান জানান। মনিরুজ্জামান মনি সার্বিক সরকারি ব্যবস্থাপনায় উন্নততর শাসন ব্যবস্থার ওপর জোর দেন, যাতে স্থানীয় সরকার প্রতিনিধিরা গুরুত্বপূর্ণ এবং জনহিতকর কার্যক্রম অধিকতর স্বচ্ছতা এবং জবাবদিহিতার সাথে করতে পারেন।

মোস্তাক রাজা চৌধুরী বলেন, 'বাংলাদেশের জন্য এসডিজি অর্জন এমডিজি অর্জনের চেয়েও চ্যালেঞ্জিং হবে। এমডিজি অর্জনের ক্ষেত্রে উচ্চ সাফল্য সত্ত্বেও দক্ষিণ এশিয়ার অনেক দেশের তুলনায় বাংলাদেশ অনেকক্ষেত্রে পিছিয়ে রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, বাংলাদেশে মাতৃমৃত্যুর হার এখনো শ্রীলঙ্কার তুলনায় দ্বিগুণ।'

সমাপনী বক্তব্যে ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য দেশব্যাপী একটি কার্যকর স্থানীয় সরকার প্লাটফর্ম গড়ে তোলার প্রয়োজনীয়তার ওপর জোর দেন, যাতে স্থানীয় এবং তৃণমূল নেতাদের কণ্ঠ কেন্দ্রীয় ক্ষমতা কাঠামো পর্যন্ত পৌঁছায়।

'জনস্পৃক্ত উন্নয়নের উদাহরণ বেতাগা ইউনিয়ন'

দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশের ১৮৫টি ইউনিয়নে কমিউনিটি চালিত এসডিজি ইউনিয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে। খুলনা বিভাগের বাগেরহাট জেলার ফকিরহাট উপজেলার বেতাগা ইউনিয়ন যার মধ্যে একটি অন্যতম সফল ইউনিয়ন। স্থানীয় সরকারের শক্তিশালী ভূমিকাই পারে ক্ষুধামুক্ত এলাকা তথা ক্ষুধামুক্ত দেশ গড়তে– এই মন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে ইতিমধ্যে এই ইউনিয়নটি একটি দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত প্রতিনিধি, একদল স্বেচ্ছাব্রতী এবং ইউনিয়নের জনগণ এই ত্রয়ীর মিলিত প্রচেষ্টা আজ বেতাগা ইউনিয়নকে একটি অনন্য মর্যাদায় আসীন করেছে।

১৯ মে ২০১৭, বেতাগা ইউনিয়ন পরিষদের কার্যক্রম, অর্জন ও পরিকল্পনা ইত্যাদি বিষয়ে মতবিনিময় করার লক্ষ্যে পরিষদের সভাকক্ষে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন খুলনা জেলা প্রশাসক আমিন উল আহসান, দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর গ্লোবাল ভাইস প্রেসিডেন্ট ও কান্ট্রি ডিরেক্টর ড. বদিউল আলম মজুমদার, সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগ-এর (সিপিডি) সম্মানিত ফেলো ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা শাহনাজ পারভীন, সিপিডি'র পরিচালক (ডায়ালগ অ্যান্ড কমিউনিকেশন) আনিসাতুল ফাতেমা ইউসুফ এবং অমিত রায় চৌধুরী, অধ্যক্ষ, ফজিলাতুন্নেসা মুজিব মহিলা কলেজ। প্রসঙ্গত, মতবিনিময় সভার আগে আমন্ত্রিত অতিথিগণ বেতাগা ইউনিয়নে সম্পাদিত ও চলমান বিভিন্ন উন্নয়ন কার্যক্রম পরিদর্শন করেন।

সভার শুরুতে স্বাগত বক্তব্য দেন বেতাগা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান স্বপন দাশ। তিনি বেতাগা ইউনিয়ন পরিদর্শনের জন্য দি হাঙ্গার প্রজেক্ট, এসডিজি বাস্তবায়নে নাগরিক প্ল্যাটফর্ম এবং সেন্টার ফর পলিসি ডায়ালগকে (সিপিডি) আন্তরিক ধন্যবাদ জানান। তিনি সম্মানিত অতিথিদের সামনে বেতাগা ইউনিয়নের উন্নয়ন প্রচেষ্টা এবং উল্লেখযোগ্য সফলতাসমূহ তুলে ধরেন।

তিনি বলেন, 'দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-বাংলাদেশ এর সহায়তায় বেতাগায় আজ অনেক উজ্জীবক, যাঁরা আত্মশক্তিতে বলীয়ান হয়ে অসাধ্য সাধনে ব্রতী হয় মানুষের কল্যাণে। পরিষদের সকল সদস্যই উজ্জীবক। বর্তমানে ইউনিয়ন পরিষদের উদ্যোগে পদ্ধতিগতভাবে ওয়ার্ডসভা, ইউনিয়ন উন্নয়ন পরিকল্পনা সভা, ইউনিয়ন উন্নয়ন সমন্বয় কমিটি সভা, প্রাক্ বাজেট সভা ও উন্মুক্ত বাজেট সভা অনুষ্ঠিত হয়। ওয়ার্ডসভায় এলাকার জনগণ তাদের চাহিদা তুলে ধরেন। ইউনিয়ন পরিষদের স্থায়ী কমিটিসমূহ গঠন ও সক্রিয়করণের মাধ্যমে সরকারি কর্মকর্তা, সুশীল সমাজের প্রতিনিধি ও খাতভিত্তিক অভিজ্ঞদের বেতাগা ইউনিয়ন পরিষদের কর্মকাণ্ডের সাথে যুক্ত করা হয়েছে। তাঁরা তাঁদের মেধা ও শ্রম দিয়ে প্রতিটি ক্ষেত্রে ইউনিয়ন পরিষদকে জনকল্যাণ ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অর্জনে সহায়তা দিচ্ছেন। দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর উজ্জীবক এবং গ্রামবাসী পরিষদের সহযোগিতায় সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারীদের সাথে কাজ করছেন। জনগণ-জনপ্রতিনিধি-জনপ্রশাসনের সমন্বিত উদ্যোগে চলছে উন্নয়ন প্রচেষ্টা।'

ড. দেবপ্রিয় ভট্টাচার্য বেতাগা ইউনিয়ন পরিষদ, সরকারি কর্মকর্তা এবং এলাকার জনগণের সম্মিলিত প্রচেষ্টাকে সাধুবাদ জানান। তিনি বলেন, 'স্থানীয় পর্যায়ে অনেক ভালো কাজ হয় বলে ড. বদিউল আলম মজুমদার-এর নিকট থেকে জানতে পেরেছি, আজ বেতাগা ইউনিয়নে এসে তা উপলব্ধি করলাম।' রাষ্ট্র একা সব করতে পারে না উল্লেখ করে তিনি বলেন, 'সামাজিক শক্তি সৃষ্টি করতে হবে। সামাজিক শক্তি সংগঠিত হলে এবং রাজনৈতিক শক্তির সাথে যুক্ত হলে সমৃদ্ধ এবং উন্নত বাংলাদেশ গড়া সম্ভব হবে।' সমাজের পিছিয়ে পড়া, আর্থিক এবং শারীরিকভাবে সমস্যাগ্রস্তদের জন্য ইউনিয়ন পরিষদের পক্ষ থেকে বিশেষ ব্যবস্থা নেয়ার জন্য পরিষদের প্রতি আহ্বান জানান তিনি।

জেলা প্রশাসক জনাব আমিন উল আহসান ভিক্ষুকমুক্ত ফকিরহাট গড়ার উদ্যোগের কথা সকলের সাথে বিনিময় করেন। এ উদ্যোগ সফল করতে ফকিরহাটের সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী তাদের এক দিনের বেতন উদ্যোগে জমা দিয়েছেন বলে উল্লেখ করেন তিনি। শিক্ষা ব্যবস্থায় তথ্য-প্রযুক্তির উল্লেখযোগ্য ব্যবহার বৃদ্ধির কথা জানান তিনি। জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে ফকিরহাট উপজেলার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো তদারকি করা হয় বলে জানান তিনি। বেতাগা ইউনিয়নকে ফকিরহাট উপজেলার অন্যতম সফল উদাহরণ বলে তিনি উল্লেখ করেন।

সিপিডি পরিচালক আনিসাতুল ফাতেমা ইউসুফ বলেন, 'বেতাগা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের মত এরকম উদ্যোগী মানসিকতার মানুষ যদি বাংলাদেশের অন্যান্য ইউনিয়নে দায়িত্ব নেয় এবং পরিষদ যদি পদ্ধতিগতভাবে পরিচালিত হয় তবে বাংলাদেশ সফলতার সাথেই এসডিজি অর্জন করতে পারবে।'

ড. বদিউল আলম মজুমদার বলেন, 'সরকারের বিভাগগুলো তাদের সেবা বেতাগা ইউনিয়নে যথাযথভাবে পৌঁছে দিয়েছে, যা দেখে আমি মুগ্ধ ও অভিভূত। শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হলে সকলকে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করতে হবে। বেতাগা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান এবং পরিষদ তা নিশ্চিত করতে পেরেছে। এই ইউনিয়নে এলে আমি নিজেও উজ্জীবিত হই, অনুপ্রাণিত হই।' আমরা সকলেই জানি, ২০১৩ সালে সামাজিক এবং রাজনৈতিক পরিবেশ অশান্ত ছিল। অথচ ঐ সময়ে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট যে ইউনিয়নগুলোতে কার্যক্রম পরিচালনা করেছে সে ইউনিয়নগুলোতে পরিবেশ শান্ত ছিল। আমরা নাগরিকত্ব কর্মশালা করেছি, যার মধ্য দিয়ে ইউনিয়নের সকলের মাঝে সম্প্রীতি সৃষ্টি করতে পেরেছি।'

অতিথিগণ ইউনিয়নের নারী উজ্জীবকদের অন্যতম সংগঠন সমতা নারী উন্নয়ন সমিতির ২০ জন সদস্যের সাথে মতবিনিময় করেন। এলাকার উজ্জীবক এবং ইয়ুথ লিডারদের সাথেও মতবিনিময় করেন তারা। সভায় জানানো হয়, ইউনিয়নের নয়টি ওয়ার্ডেই নারীদের সংগঠন থাকায় ইউনিয়নের নারীরা সংগঠিত সামাজিক শক্তি হিসেবে গড়ে উঠেছে। সমিতির সদস্যরা সঞ্চয়ের পাশাপাশি পরিষদের সহায়তায় মাতৃমৃত্যু রোধে কার্যক্রম গ্রহণ, নারীর কর্মসংস্থান এবং ক্ষমতায়নে উদ্যোগী ভূমিকা পালন করছে। ইয়ুথ লিডাররা স্থানীয় বিদ্যালয়গুলোতে নিয়মিত বাল্যবিবাহ বিরোধী প্রচারণা পরিচালনা করে।

উল্লেখ্য, আমন্ত্রিত অতিথিগণ বেতাগা ইউনিয়নে আয়োজিত মতবিনিময় সভা শেষ করে ঐদিন বিকেলে পিলজঙ্গ ইউনিয়ন পরিষদের উন্মুক্ত বাজেট অধিবেশনে যোগ দেন। জনঅংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত ঐ অধিবেশনে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান শামীম জামান পলাশ ২০১৭-১৮ অর্থবছরের বাজেট ঘোষণা করেন।

'কিশোর-কিশোরীরা এখন প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকার সম্পর্কে সচেতন'

বিশ্বে উচ্চমাত্রার বাল্যবিবাহপ্রবণ দেশগুলোর মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। এদেশে ৬৬ শতাংশ কন্যাশিশুর ১৮তম জন্মদিন পার হওয়ার আগেই বিয়ে হয়ে যায় এবং ২৯ শতাংশ কন্যাশিশুর বিয়ে হয় ১৫ বছরের আগেই। যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য সম্পর্কে সচেতনতা না থাকার কারণে বাল্যবিয়ের শিকার অধিকাংশ কন্যাশিশুর জীবন হয়ে ওঠে দুর্বিসহ। বাল্যবিবাহ কেবলমাত্র কন্যাশিশুর শিক্ষা, নেতৃত্ব ও দক্ষতা সৃষ্টিতেই ব্যাঘাত ঘটায় না, উপরন্তু শিশুর প্রজনন স্বাস্থ্যের জন্যও মারাত্মক ঝুঁকি বয়ে আনে। গর্ভপাত, মাতৃমৃত্যু, ঋতুস্রাবজনিত জটিলতা এসবই বাল্যবিবাহের অন্যতম ফলাফল।

গুরুত্বপূর্ণ এই বিষয়টিকে বিবেচনায় এনে 'দি হাঙ্গার প্রজেক্ট' 'হার চয়েস' প্রকল্পভুক্ত এলাকাসমূহে কন্যাশিশুদের জন্য নিরাপদ বিদ্যালয় কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত বিদ্যালয়সমূহের ইয়ুথ ইউনিটের সদস্যদের জন্য 'কৈশোরকালীন প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকার বিষয়ক' প্রশিক্ষণের আয়োজন করে। ২০১৭ সালে সর্বমোট ১২০টি প্রশিক্ষণে প্রায় ৩ হাজার ৬০০ জন শিক্ষার্থী উক্ত প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করে।

এই প্রশিক্ষণ আয়োজনের মূল উদ্দেশ্য হলো– বয়স বাড়ার সাথে সাথে কিশোর-কিশোরীদের মধ্যে যেসব পরিবর্তন সাধিত হয় এবং এরফলে যেসব চ্যালেঞ্জের মুখোমুখী হতে হয়, সেসব মোকাবিলা করার মত জ্ঞান ও দক্ষতা অর্জন করার পাশাপাশি বাল্যবিবাহের কুফল সম্পর্কে তারা অবগত হবে এবং ফলশ্রুতিতে বাল্যবিবাহ প্রতিরোধে তারা ভূমিকা রাখতে উদ্যোগী হয়ে উঠবে।

প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত প্রায় ৩ হাজার ৬০০ জন কিশোর-কিশোরী বর্তমানে যৌন ও প্রজনন স্বাস্থ্য অধিকার সম্পর্কে সচেতন। এর পাশাপাশি তারা তাদের বন্ধুদেরও প্রজনন স্বাস্থ্য ও বয়ঃসন্ধিকালীন বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে সচেতন করে তুলছে।

দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর অঞ্চলভিত্তিক প্রতিবেদন ও সফলতার গল্প

ময়মনসিংহ অঞ্চল

একটি প্রশিক্ষণ এবং বদলে যাওয়া কুষ্টিয়া ইউনিয়ন পরিষদ

একটি প্রশিক্ষণ বদলে দিয়েছে কুষ্টিয়া ইউনিয়ন পরিষদকে। প্রশিক্ষণ থেকে প্রাপ্ত জ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে বর্তমানে জনপ্রতিনিধিরা পদ্ধতিগতভাবে ও জনসম্পৃক্ত উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনা করছেন। পরিষদের দীর্ঘদিনের চর্চিত নিয়ম ও প্রাত্যহিক কার্যক্রমে এসেছে ইতিবাচক পরিবর্তন– এমনটাই জানিয়েছেন এই পরিষদের চেয়ারম্যান ও সদস্যরা।

প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ: ০৫ এপ্রিল, ২০১৭ ময়মনসিংহ জেলার সদর উপজেলার কুষ্টিয়া ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর উদ্যোগে আয়োজন করা হয় বিশেষ উজ্জীবক প্রশিক্ষণ। প্রশিক্ষণে অংশ নেন পরিষদের চেয়ারম্যান মো. হাসানুল ইসলাম, ইউপি সদস্য গোলাম ফারুক ও সংরক্ষিত ইউপি সদস্য ফাতেমা খাতুন-সহ পুরো পরিষদ। তিনদিনের আবাসিক এই প্রশিক্ষণে ইউনিয়ন পরিষদ আইন-২০০৯ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। বিশেষ করে ইউনিয়ন পরিষদের গঠন কাঠামো, কার কী দায়িত্ব, পরিষদের মাসিক সভা, ইউপির স্থায়ী কমিটি গঠন ও সক্রিয় রাখা, ওয়ার্ডসভা, বার্ষিক বাজেট প্রণয়ন ও উন্মুক্ত সমাবেশের মাধ্যমে তা ঘোষণা করা এবং পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়।

ছবি: নিজেদের অভিজ্ঞতা ও সফলতার কথা জানাচ্ছেন পরিষদের চেয়ারম্যান মো. হাসানুল ইসলাম

প্রশিক্ষণের অভিজ্ঞতা: 'উজ্জীবক প্রশিক্ষণে আসার আগে আমরা ইউনিয়ন পরিষদ আইন-২০০৯ বইটি পড়িনি। এই প্রশিক্ষণে এসে আইন অনুযায়ী জনপ্রতিনিধি হিসেবে আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও পদ্ধতিগতভাবে পরিষদকে পরিচালনা সম্পর্কে জানতে পেরেছি। প্রশিক্ষণে আমরা বিভিন্ন সফল জনপ্রতিনিধির গল্প শুনেছি, যা আমাদের অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে। সর্বোপরি, প্রশিক্ষণটি আমাদের সাহস যুগিয়েছে এবং জনসম্পৃক্ত উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনার ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ধারণা দিয়েছে।' উপরোক্ত কথাগুলো কুষ্টিয়া পরিষদের চেয়ারম্যান মো. হাসানুল ইসলাম-এর।

তিনি বলেন, 'এলাকার বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য প্রচলিত নিয়মের বাইরে এসে চায়ের দোকানে বসে আলোচনা করলে অনেক সমস্যার সমাধান হবে– এমন ধারণা নতুনত্ব এনে দিয়েছে পরিষদের সদস্যদের কাছে। আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিতে বর্তমানে ব্যাপক পরিবর্তন এসেছে। নির্বাচনের সহায়তার কথা বলে অনেকে অনৈতিক আবদার নিয়ে আসলেও বর্তমানে আমরা উপযুক্ত ব্যক্তিকেই পরিষদ থেকে সামাজিক সুরক্ষা ভাতা-সহ বিভিন্ন কার্ড/সুবিধা দেই। আমরা মনে করি, তুলনামূলক সামর্থ্যবান যারা ক্ষমতা দেখিয়ে ভাতা নিতে চায় তাদেরকে এড়ানোর জন্য দোকানে ভাতার তালিকা টানিয়ে দিলে সামাজিকভাবে হেয় হওয়ার ভয়ে তারা হয়তো আর অনৈতিক সুবিধা নিতে চাইবে না।'

ইউপি সদস্য গোলাম ফারুক বলেন, 'প্রশিক্ষণের মাধ্যমে পরিষদের একজন সদস্য হিসেবে আমার কী করণীয় রয়েছে সে সম্পর্কে জানতে পেরেছি। আমরা আইনানুযায়ী পরিষদ পরিচালনা এবং নারীর ক্ষমতায়ন সম্পর্কেও জানতে পেরেছি। আগে আমরা এলজিএসপি সম্পর্কে জানতাম না, কিন্তু উজ্জীবক প্রশিক্ষণ আমাদেরকে সে সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা দিয়েছে।'

সংরক্ষিত ইউপি সদস্য ফাতেমা খাতুন বলেন, 'জনগণকে আমরা কীভাবে স্বচ্ছতার ভিত্তিতে সর্বোচ্চ সেবা দিব সে সম্পর্কে আমরা প্রশিক্ষণ থেকে জানতে পেরেছি। আগে আমরা ওয়ার্ডসভা ও পরিষদের মাসিক সভা করার কথা জানতাম না। প্রশিক্ষণটি আমাদের এই সম্পর্কে ধারণা দিয়েছে।'

প্রশিক্ষণ পরবর্তী উদ্যোগ: প্রশিক্ষণ থেকে ফেরার পর উৎসুক জনতার চাহিদা মেটাতে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক মানুষকে প্রশিক্ষণ সম্পর্কে ধারণা দিয়েছেন সদস্যরা। পরিষদের চেয়ারম্যান হাসানুল ইসলাম বলেন, 'এখন পরিষদে আমরা নিয়মিত বসি। আমরা বেতাগা ইউনিয়নের মত আমাদের ইউনিয়নকে গড়ে তুলতে চাই।' এজন্য করণীয় নির্ধারণ করতে প্রশিক্ষণের পর পুরো পরিষদ আলোচনায় বসেছেন বলে জানান তিনি।

প্রশিক্ষণের পর পরিষদ ওয়ার্ডসভা বাস্তবায়নে উদ্যোগী হয়। তবে আবহাওয়া অনুকূলে না থাকায় কয়েকটি সভা করা যায়নি বলে জানান তিনি। ভবিষ্যতে উন্মুক্ত বাজেট অধিবেশন আয়োচনে উদ্যোগী হবেন বলে জানান তিনি।

পরিষদের চেয়ারম্যান হাসানুল ইসলাম জানান, 'পরিষদ স্থানীয় সড়কগুলো চলাচলের উপযোগী করার কাজ শুরু করে দিয়েছে এবং ৭নং ওয়ার্ডে কর আদায়ের কাজ শুরু করা হয়েছে। এছাড়া চেয়ারম্যান ও পরিষদের অন্যান্য

সদস্যরা মিলে বাল্যবিয়ে বন্ধ করা, শিশুদের লেখাপড়ায় উৎসাহ যোগানো এবং ঝরে পড়া শিশুদের পুনরায় বিদ্যালয়ে ভর্তি করার কাজ চলমান রেখেছেন।

হতদরিদ্রদেরকে ভাতা সমভাবে বণ্টন করা হয়েছে এবং সম্প্রতি স্থানীয় ঈদগা মাঠের কাজ করা হয়েছে বলে জানান ইউপি সদস্য গোলাম ফারুক।

ছবি: নিজেদের সফলতা তুলে ধরছেন ইউপি সদস্য গোলাম ফারুক ও ফাতেমা খাতুন (ডানে)

চিন্তা ও আচরণে পরিবর্তন: পরিষদের চেয়ারম্যান হাসানুল ইসলাম বলেন, 'বর্তমানে আমরা সঠিক ব্যক্তিকেই ভিজিএফ কার্ড দেই, এক্ষেত্রে আমরা স্বচ্ছতা নিশ্চিত করছি। এখন আমরা সুষ্ঠুভাবে বিচারকার্য সমাধা করার চেষ্টা করি। মানুষের কথা ধৈর্য সহকারে শুনি।

পরিষদের কার্যক্রম পরিচালনা: উজ্জীবক প্রশিক্ষণের পর ইউনিয়ন পরিষদের ১৩টি স্থায়ী কমিটি গঠন করা হয়েছে। চেয়ারম্যান ও সদস্যরা কমিটির সুপারিশগুলো আন্তরিকতার সাথে গ্রহণ করেন। বর্তমানে পরিষদের নিয়মিত মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং পরিষদের সচিব সভার কার্যবিবরণী লিপিবদ্ধ করেন। এছাড়া বর্তমানে পরিষদের সকল কাজে সংরক্ষিত নারী সদস্যদের যুক্ত করা হয় এবং মতামত নেয়া হয়।

সরকারি সেবা প্রদান ও শিক্ষা-স্বাস্থ্য বিষয়ক উন্নয়ন ভাবনা: পরিষদের চেয়ারম্যান হাসানুল ইসলাম জানান, আইনে থাকলেও বিভিন্ন সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠান পূর্বে তেমন ভূমিকা করতো না। বর্তমানে পরিষদ এসব ক্ষেত্রে তদারকি করছে।

তিনি জানান, কমিউনিটি ক্লিনিকে মানুষের চাপ বেশি। বিল্ডিং-এর ছাদ থেকে পানি পড়ে এবং বসার ব্যবস্থা নেই। এলজিএসপি-এর বরাদ্দ থেকে এসব সমাধান করার পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে। স্থানীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে শিক্ষার গুণগত মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে বলেন তিনি।

ইউপি সদস্য গোলাম ফারুক বলেন, 'বর্তমানে এলাকার জনগণ অনেক স্বাস্থ্য সচেতন। এলাকায় নারী নির্যাতন নেই বললেই চলে। সম্প্রতি ফুটবল খেলা নিয়ে গণ্ডগোল হয়। কিন্তু কেউ থানায় যায়নি। বরং স্থানীয় একসাথে বসে সমস্যার সমাধান করেছিলেন। পরিষদের সাথে সাধারণ জনগণের যোগাযোগ কীভাবে হচ্ছে জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'মানুষের বিভিন্ন চাহিদা যেমন, জন্ম ও মৃত্যু নিবন্ধন, ওয়ারিশনামা ও বিভিন্ন সনদের ক্ষেত্রে তারা যোগাযোগ রাখেন। দরিদ্র-অসহায় মানুষ সাহায্যের জন্য আসে। এগিয়ে থাকা মানুষগুলো এলাকার বিভিন্ন উন্নয়নে পরিষদের সাথে যোগোযোগ করে এবং পরিষদের কাজে তারা সহযোগিতা করে।

কুষ্টিয়া ইউনিয়নে দি হাঙ্গার প্রজেক্ট: দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর নারীনেত্রীরা নারী নির্যাতন বন্ধ-সহ বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে কাজ করছেন। তারা পরিষদে এসে এলাকার সমস্যা সম্পর্কে পরিষদকে অবহিত করছেন। প্রশিক্ষিত স্বেচ্ছাসেবকরা পরিষদের কাজে সহযোগিতা করেন। অনেক সময় তারা নিজেরা বিভিন্ন সমাজ উন্নয়নমূলক কাজ করে থাকেন।

পরিষদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা: কুষ্টিয়া ইউপি কমপ্লেক্স করা, বেগুনবাড়ি থেকে বিদ্যাগঞ্জ বাজার পর্যন্ত সড়ক পাকা করা (রেললাইনের পাশ দিয়ে দুই কিলোমিটার সড়ক), পানি উন্নয়ন বোর্ডের সাথে যোগাযোগ করে নদী ভাঙ্গন রোধ করা ইত্যাদি কুষ্টিয়া ইউনিয়ন পরিষদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা বলে জানান চেয়ারম্যান হাসানুল ইসলাম। এছাড়া গ্রামীণ সড়কগুলো সংস্কার করা, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যসেবার মানোন্নয়ন, বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পরিচালনা করা, যৌতুক, বাল্যবিয়ে ও মাদক দূর করাও পরিষদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা বলে জানান তিনি।

সংকলনে: মাকসুদা খানম, প্রোগ্রাম অফিসার, দি হাঙ্গার।

ঝিনাইদহ অঞ্চল

বদলে যাওয়া সাহারবাটি ইউনিয়ন পরিষদের গল্প

দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর একটি প্রশিক্ষণ, পরিষদের চেয়ারম্যানের আন্তরিকতা ও স্বেচ্ছাব্রতীদের প্রচেষ্টায় বদলে গেছে সাহারবাটি ইউনিয়ন। পদ্ধতিগতভাবে ও স্বচ্ছতার ইউনিয়ন পরিষদের সকল কার্যক্রম বাস্তবায়ন হওয়ায় উন্নয়ন কাজে এসেছে গতি।

সাহারবাটি মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলার একটি ইউনিয়ন। উপজেলা শহর থেকে সামান্য দূরের এই ইউনিয়নটির গ্রামের সংখ্যা নয়টি। পৌরসভার বর্ধিত হওয়ার কারণে ইউনিয়নটির আয়তন এখন ২৮.২৮ বর্গ কিলোমিটার।

ছবি: নিজেদের সফলতা ও পরিকল্পনার কথা জানাচ্ছেন পরিষদের চেয়ারম্যান গোলাম ফারুক (বামে)

ইউনিয়নের বর্তমান পরিষদের চেয়ারম্যান-সহ অধিকাংশ সদস্যই নব-নির্বাচিত। নির্বাচিত হওয়ার পর চেয়ারম্যান গোলাম ফারুক-সহ পরিষদের সদস্যরা আন্তর্জাতিক স্বেচ্ছাব্রতী সংস্থা 'দি হাঙ্গার প্রজেক্ট' আয়োজিত 'স্থানীয় সরকারের সামর্থ্য বিকাশ ও বিশেষ উজ্জীবক' প্রশিক্ষণে গ্রহণ করেন। তিনদিনের আবাসিক এই প্রশিক্ষণে ইউনিয়ন পরিষদ আইন-২০০৯ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। বিশেষ করে ইউনিয়ন পরিষদের গঠন কাঠামো, কার কী দায়িত্ব, পরিষদের মাসিক সভা, ইউপির স্থায়ী কমিটি গঠন ও সক্রিয় রাখা, ওয়ার্ডসভা, বার্ষিক বাজেট প্রণয়ন ও উন্মুক্ত সমাবেশের মাধ্যমে তা ঘোষণা করা এবং পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়। প্রশিক্ষণটি জনপ্রতিনিধিদের গতানুগতিক মানসিকতার পরিবর্তন ঘটায় এবং স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার সাথে পরিষদ পরিচালনার নির্দেশনা দেয়।

প্রশিক্ষণটি সম্পর্কে চেয়ারম্যান গোলাম ফারুক বলেন, 'উজ্জীবক প্রশিক্ষণে আসার আগে ইউনিয়ন পরিষদ আইন-২০০৯ সম্পর্কে আমাদের স্পষ্ট ধারণা ছিল না। এই প্রশিক্ষণে এসে আইন অনুযায়ী জনপ্রতিনিধি হিসেবে আমাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং স্বচ্ছতা, জবাবদিহিতা ও পদ্ধতিগতভাবে পরিষদকে পরিচালনা সম্পর্কে জানতে পেরেছি। প্রশিক্ষণে আমরা বেতাগা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান-সহ বিভিন্ন সফল জনপ্রতিনিধির গল্প শুনেছি, যা আমাদের অনুপ্রেরণা যুগিয়েছে।'

স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার ভিত্তিতে পরিষদ পরিচালনা সম্পর্কে ধারণা না থাকায় এবং নির্বাচিত চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে রাজনৈতিক মামলা থাকার কারণে আগের পরিষদ তেমন উল্লেখযোগ্য উন্নয়নমূলক কাজ করতে পারেনি। তাই নব-নির্বাচিত এই পরিষদের সামনে চ্যালেঞ্জ ছিলো নিয়মিতভাবে ও স্বচ্ছতার সাথে সকল কাজ করা। আগে নিয়মিতভাবে পরিষদের সভা অনুষ্ঠিত হতো না। সদস্যদের অনেকেই পরিষদে নিয়মিত আসতেন না। এখন সকল সদস্যের অংশগ্রহণে নিয়মিতভাবে উক্ত সভা অনুষ্ঠিত হয়। সরকারি ছুটি থাকলে পরবর্তী কর্মদিবসে পরিষদের মাসিক সভা অনুষ্ঠিত হয়। নিজেদের মধ্যে কোনো সমস্যা দেখা দিলে পরিষদ তা বিবিধ আলোচনার মাধ্যমে সমাধান করে থাকে।

পরিষদের চেয়ারম্যান আর সচিব মিলে সভার সাতদিন পূর্বে আলোচ্যসূচি নির্ধারণ করেন। উক্ত আলোচ্যসূচি নির্ধারণ করা হয় পরিষদের অগ্রাধিকার, সার্কুলার ও গুরুত্ব অনুসারে। সভার সিদ্ধান্তগুলো লিপিবদ্ধ করা হয়। সভায় গুরুত্ব সহকারে সংরক্ষিত নারী সদস্যের মতামত গ্রহণ করা হয়।

সাহারবাটি ইউনিয়ন পরিষদ জনগণকে তাদের কাজের সাথে যুক্ত করার জন্য আইনানুযায়ী নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি ও জনগণের সমন্বয়ে ১৩টি স্থায়ী কমিটি গঠন করেছে। আগের পরিষদের সময়ে গঠিত স্থায়ী কমিটির সদস্যগণ কোনোদিন জানতেও পারেননি কে কোন কমিটিতে আছেন। বর্তমানে প্রতিটি স্থায়ী কমিটি তাদের কার্যক্রম সম্পর্কে অবগত ও সক্রিয় আছে। পরিষদ থেকে প্রতিটা স্থায়ী কমিটির খাতা তৈরি করে দেয়া হয়েছে, যা পরিষদের সচিব সংরক্ষণ করেন। বর্তমান ইউনিয়ন পরিষদ তার কাজকে বেগবান করার জন্য প্রশিক্ষিত স্বেচ্ছাব্রতীদের মধ্য থেকে ১২ জনকে বিভিন্ন স্থায়ী কমিটিতে যুক্ত করেছে।

ছবি: দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর সহযোগিতায় এসডিজির স্থানীয়করণে ভিশনভিত্তিক পরিকল্পনা কর্মশালা

এই পরিষদ দায়িত্ব গ্রহণ করার পর ওয়ার্ডসভা থেকে চাহিদাও তার ভিত্তিতে বাজেট প্রণয়ন করে। বাজেট প্রণয়ন কমিটি এই খসড়া বাজেট তৈরি করে। এরপর পরিষদ উন্মুক্ত অধিবেশনের মাধ্যমে বাজেট ঘোষণা করে। চলতি বছরের উন্মুক্ত বাজেট অধিবেশনে সরকারি কর্মকর্তা, সাংবাদিক, শিক্ষক, এনজিও প্রতিনিধি ও সাধারণ জনগণ উপস্থিত ছিলেন। বাজেট অধিবেশনের বড় একটি অংশই ছিলো জনগণের প্রশ্ন করার জন্য উন্মুক্ত। বর্তমান পরিষদ বাজেট ঘোষণার আগে প্রাক্-বাজেট সভার আয়োজন করে। এছাড়া ইউনিয়নে কর্মরত সকল সরকারি কর্মকর্তাদের কাছ থেকেও মতামত নেয়া হয়। পরিষদ বছরের শেষদিকে একটি রাজেট পর্যালোচনা সভা করা তাদের পরিকল্পনায় রেখেছে।

আইনে উল্লেখ থাকলেও আগে ওয়ার্ডসভা হতো কাগজে-কলমে। বর্তমানে নিয়মিত ও পদ্ধতিগতভাবে সকল ওয়ার্ডসভা অনুষ্ঠিত হয়। ওয়ার্ডসভায় চেয়ারম্যান, সদস্য ও সচিব সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। ওয়ার্ডসভায় স্থানীয় ভোটারদের মতামতের ভিত্তিতে অগ্রাধিকার চিহ্নিত করা হয়। বিশেষ করে ওয়ার্ডের উন্নয়নে প্রকল্প গ্রহণ, সুবিধাভোগীদের তালিকা তৈরি ও বিভিন্ন সামাজিক সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা হয়। ওয়ার্ডসভার মধ্য দিয়ে চলতি বছর পুরো ইউনিয়নে প্রায় দুই হাজার ফলজ, বনজ ও ওষুধি গাছ রোপণ করা হয়। আরও পাঁচ হাজার গাছ রোপণ করার পরিকল্পনা নেয়া হয়েছে।

বর্তমানে পরিষদের সকল সভায় সকলের উপস্থিতি নিশ্চিত করা হয় এবং সকলের মতামত প্রদানের সুযোগ দেয়া হয়। পরিষদের প্রতিটি কর্মসূচিতে জনগণের কথা বলার সুযোগ তৈরি করা হয়েছে।

ইউনিয়ন পরিষদ কার্যকর হওয়ার কারণে জনগণের বিচার প্রাপ্তি এখন অনেকটাই নিশ্চিত। প্রতি সপ্তাহের বুধবার গ্রাম আদালত বসে। পরিষদ ভবনে গ্রাম আদালত পরিচালনার জন্য আলাদা কক্ষ নির্ধারণ করা আছে। গ্রাম আদালতের ওপর জনগণের আস্থার কারণে এখন কোর্ট অথবা থানায় মামলার পরিমাণ অনেক কমে গিয়েছে।

ইউনিয়নের উন্নয়ন কাজে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করার জন্য এখন ইউনিয়ন সুপার ভিশন ও বাস্তবায়ন কমিটি গঠিত হয়েছে। জনপ্রতিনিধি ও স্থানীয় জনগণের অংশগ্রহণে এই কমিটি গঠিত হয়েছে। পরিষদের সক্রিয়তার কারণে নিবিড় সম্পর্ক রেখে ইউনিয়নের সরকারি সকল কর্মকর্তা তাদের কর্মকাণ্ড পরিচালনা করেন। জনপ্রতিনিধিগণ তদারকি করায় কমিউনিটি ক্লিনিক থেকে জনগণের সেবাপ্রাপ্তি এখন আগের তুলনায় অনেক সহজ।

চেয়ারম্যানের আন্তরিক প্রচেষ্টায় ইউনিয়নে তৈরি হচ্ছে ইকোপার্ক। ১১৭ বিঘা জমির উপরে গড়ে উঠা এই পার্কের ৭০-৮০ শতাংশ কাজ সমাপ্তির পথে। ইউনিয়ন পরিষদ আরও নয় কিলোমিটার পাকা সড়ক তৈরি করতে চায়, যার কাজ ইতিমধ্যে শুরু হয়েছে।

দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর স্বেচ্ছাব্রতীদের প্রচেষ্টায় এবং ইউনিয়ন পরিষদের আন্তরিক উদ্যোগের ফলে কমে এসেছে বাল্যবিবাহ, যৌতুক ও নারী নির্যাতনের মত সামাজিক কুসংস্কার। ইতিমধ্যে ইউনিয়নকে বাল্যবিবাহমুক্ত ঘোষণা করা হয়েছে। পরিষদ ইউনিয়নের সার্বিক শিক্ষার মানোন্নয়নের জন্য একটি ভিজিলেন্স টিম তৈরি করতে চায়, যারা বিদ্যালয়ের লেখাপড়ার মান, ছাত্র-ছাত্রীদের উপস্থিতি, ড্রপ-আউট ও শিক্ষকদের উপস্থিতি নিশ্চিত করা নিয়ে কাজ করবে।

এই পরিষদ তার কাজকে বেগবান করার জন্য সকল কাজে স্বেচ্ছাব্রতীদের ব্যবহার করে। প্রশিক্ষিত স্বেচ্ছাব্রতীদের মধ্যে ১২ জন স্থায়ী কমিটির সদস্য। এছাড়া স্বেচ্ছাব্রতীগণ ওয়ার্ডসভা ও উন্মুক্ত বাজেট অধিবেশন আয়োজনে ভূমিকা রেখে চলেছে।

ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান গোলাম ফারুক-এর ইচ্ছা, তাঁদের নেতৃত্বে সাহারবাটি ইউনিয়ন শুধু গাংনী কিংবা মেহেরপুরে নয়, গোটা বাংলাদেশের মডেল ইউনিয়ন হবে।

সংকলনে: আলমগীর কবির (তুহিন আফসারী), সিনিয়র প্রোগ্রাম অফিসার, দি হাঙ্গার প্রজেক্ট।

কুমিল্লা অঞ্চল

সফলতার গল্প

গ্রামীণ নারীদের সচেতন করে তুলছেন নারীনেত্রী জুলেখা আক্তার

বাল্যবিবাহ, যৌতুক ও নারীর প্রতি সহিংসতা বন্ধে সক্রিয় রয়েছেন নারীনেত্রী জুলেখা আক্তার। তিনি কুমিল্লা জেলার লাকসাম উপজেলার আজগরা ইউনিয়নের বাসিন্দা। স্থানীয় নারীদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে জুলেখা আক্তার নিজ গ্রাম সুখতলা ছাড়াও বড়বাম ও সিলইন ইত্যাদি গ্রামে নিয়মিত উঠান বৈঠক পরিচালনা করেন। এরই ধারাবাহিকতায় গত ১৯ আগস্ট ২০১৭ নিজ বাড়িতে এলাকার নারীদের নিয়ে একটি উঠান বৈঠকের আয়োজন করেন। বৈঠকে বাল্যবিবাহ কী, বাল্যবিবাহে কেন হয়, এ বিষয়ে আইনে কী কী শাস্তির কথা রয়েছে, বাল্যবিবাহের শারীরিক, মানসিক, পারিবারিক ও সামাজিক কুফলগুলো কী কী– এসব নিয়ে তিনি আলোচনা করেন। বৈঠক শেষে উপস্থিত সকল নারী বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে সামাজিক আন্দোলন তথা প্রতিরোধ গড়ে তোলার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন।

রাজশাহী অঞ্চল

দুর্যোগ মোকাবিলায় স্বেচ্ছাব্রতীদের দায়িত্বশীল নেতৃত্ব

আসির উদ্দীন ❐ জনগণকে জাগিয়ে তুলে ও সংগঠিত করে যে স্থানীয় অনেক সমস্যার সমাধান করা যায় তার দৃষ্টান্তমূলক উদাহরণ স্থাপন করলেন বরেন্দ্র এলাকার জনগণ ও স্বেচ্ছাব্রতীরা। গত ১৪ আগস্ট ২০১৭, উজান থেকে নেমে আসা পাহাড়ি ঢল এবং অকাল বর্ষণে নওগাঁর আত্রাই এবং ছোট

যমুনার পানি বৃদ্ধি পেয়ে নওগাঁর পত্নীতলা উপজেলার কৃষ্ণপুর ইউনিয়নের মিরাপুর নামক স্থানে বাঁধ ভেঙে যায়। এতে কৃষ্ণপুর ইউনিয়নের ১৫টি গ্রামের প্রায় পাঁচ শতাধিক এবং পত্নীতলা ইউনিয়নের চারটি গ্রামের ৬৬টি পরিবার ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হয়। ১৬ অক্টোবর ২০১৭ ভোরে উপজেলার পাটিচরা ইউনিয়নের বুড়িদহ এলাকায় আত্রাই নদীর বাঁধ ভেঙে পাটিচরা ইউনিয়নের ১৮টি গ্রামের ৫১৬টি পরিবার, ঘোষনগর ইউনিয়নের চারটি গ্রামের ৭৫টি পরিবার, নজিপুর ইউনিয়নের ৪টি গ্রামের ১১০টি পরিবার এবং আত্রাই ও ছোট যমুনার পানিতে আমাইড় ইউনিয়নের ১৭টি গ্রামের ৫৩৭টি পরিবার ব্যাপক ক্ষতির মুখে পড়ে। এছাড়া বন্যার তীব্রতার কারণে পার্শ্ববর্তী উপজেলা ধামইরহাটের আড়ানগর, ইছবপুর, আলমপুর, খেলনা এবং আগ্রাদিগুন ইউনিয়নের ৭৮টি গ্রামের প্রায় ৪ হাজার পরিবার পানি বন্দি হয়ে পড়ে। সাধারণ মানুষের মধ্যে দেখা দেয় নানা দুর্ভোগ। এমতাবস্থায় সরকারের ত্রাণ সহায়তার পাশাপাশি দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর স্বেচ্ছাব্রতীরা নেন নানা ধরনের উদ্যোগ। নিম্নে কিছু উদ্যোগ তুলে ধরা হলো:

বন্যা পূর্ববর্তী সতর্কবার্তা প্রদান: বাঁধ ভেঙে গ্রামে পানি প্রবেশের পূর্ব মুহূর্তে উজ্জীবক, ইয়ুথ লিডার এবং গণগবেষকদের নেতৃত্বে বিভিন্ন গ্রামে জনগণকে নিরাপদ আশ্রয় এবং পশুপাখিকে নিরাপদে নিয়ে যেতে সতর্কবার্তা প্রদান করা হয়। এছাড়াও জনপ্রতিনিধি এবং উপজেলা প্রশাসনকে নিয়মিত সংবাদ প্রদানের মাধ্যমে জনসচেতনতায় নানামুখী কার্যক্রম হাতে নিতে দেখা যায়। একাজে ইয়ুথ লিডার আরিফুল ইসলাম, রাকিবুল হাসান, উপজেলা গণগবেষণা ফোরাম সভাপতি শাহিনুর রহমান, ইউনিয়ন সমন্বয়কারী রেজাউল করিম এবং রবিউল ইসলাম উদ্যোগী ভূমিকা নেন।

জরুরি ত্রাণ সংগ্রহ ও বিতরণ: বন্যাদুর্গত পত্নীতলা উপজেলার গ্রামগুলোতে জরুরি ত্রাণ সহায়তা দেয়ার জন্য ১৭ আগস্ট ২০১৭, জরুরি সভার মাধ্যমে ত্রাণ সংগ্রহের নিমিত্তে বিভিন্ন মাধ্যমে বন্যাদুর্গত এলাকার মানুষের দুরাবস্থার চিত্র প্রচার করা হয়। যে সমস্ত গ্রামে বন্যার পানি প্রবেশ করেনি এবং ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি সেখানে উজ্জীবক, ইয়ুথ লিডার, গণগেবষণা সমিতি এবং ইউনিয়ন সমন্বয়কারীগণ মানুষের দুরাবস্থার বিবরণ দেন এবং ত্রাণ হিসেবে টাকা বা চাউল দেয়ার আহ্বান জানান। এখানকার ১৭টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ইয়ুথ ইউনিট এবং গণগবেষণা সমিতির মাধ্যমে প্রায় ২৭ হাজার টাকার ত্রাণ সংগ্রহ করা হয়। এছাড়াও মাহমুদ হাসান মিলু, আবুল কালাম আজাদ-সহ বিভিন্ন ব্যক্তি এবং প্রতিষ্ঠান সামর্থ্য অনুযায়ী প্রয়োজনীয় ওষুধ এবং শুকনা খাবার দেন। ত্রাণ তহবিলের মোট প্রাপ্ত অর্থের প্রেক্ষিতে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত ৪২০টি পরিবারের প্রত্যেককে ২ কেজি চাউল, ২ কেজি আলু, ৫০০ গ্রাম ডাল, খাবার স্যালাইন ও পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট-সহ ত্রাণ প্যাকেজ দেয়া হয়।

গ্রাম ও বাঁধ পাহারা: বন্যাদুর্গত এলাকায় গ্রামে ডাকাতের আক্রমণ ঠেকাতে পাহারা দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়। একাজে ইউনিয়ন পরিষদকে সহায়তা করেন উজ্জীবক এবং গণগবেষকগণ। আত্রাই এবং ছোট যমুনার বিভিন্ন ঝুঁকিপূর্ণ বাঁধ নিবিড় পাহারায় রাখা হয়। এই কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন উজ্জীবক গিয়াস উদ্দিন এবং বেলাল হোসেন।

স্বাস্থ্য ক্যাম্প স্থাপন ও ওষুধ বিতরণ: পত্নীতলা উপজেলার ইয়ুথ ইউনিটের উদ্যোগে স্বাস্থ্য ক্যাম্প স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। তাদের উদ্যোগের সাথে রাজশাহী সিটি ইউনিটের সদস্যরা একাত্মতা প্রকাশ করে স্বাস্থ্য ক্যাম্প স্থাপন ও ওষুধ বিতরণে সহায়তা করে। ইয়ুথ এন্ডিং হাঙ্গার-এর সদস্যরা প্রায় ১৮ হাজার টাকার ওষুধ সংগ্রহ করে তিনদিনে প্রায় ৬০০ মানুষকে স্বাস্থ্যসেবা প্রদান করে।

বন্যা পরবর্তী পূনর্বাসন সহায়তা: পত্নীতলা উপজেলার পাটিচরা, কৃষ্ণপুর এবং ধামইরহাটের ইছবপুর ইউনিয়নের ৩৫টি পরিবারকে ক্ষতিগ্রস্ত বাড়ি নির্মাণে নগদ অর্থ এবং বাড়ি নির্মাণ সামগ্রী দেয়া হয়। স্বেচ্ছাব্রতীদের আহ্বানে সাড়া দিয়ে বেশ কয়েকজন মহৎ ব্যক্তি এ বাবদ অর্থ দেন, যা পাটিচরা ইউনিয়নের ১৪টি ক্ষতিগ্রস্ত আদিবাসি পরিবারগুলোর প্রত্যেককে ৩ হাজার ৫০০ টাকা, কৃষ্ণপুর ইউনিয়নের ১০টি পরিবারের প্রত্যেককে ৫ হাজার টাকা এবং ইছবপুর ইউনিয়নের ১১টি পরিবারেকে দেড় বান্ডিল ঢেউটিন ও তার দেয়া হয়।

সড়ক সংস্কার ও তালবীজ রোপণ: পত্নীতলা উপজেলার আমাইড় ইউনিয়নের নোদবাটি এবং চকভবানী গ্রাম উন্নয়ন দলের নেতৃত্বে বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত নোদবাটি, চকভবানী, গণকাহার, সানকিডোবা এবং যোগিরথান গ্রামের প্রায় চার কিলোমিটার কাঁচা সড়ক স্বেচ্ছাশ্রমের মাধ্যমে সংস্কার করা হয়। গ্রাম উন্নয়ন দলের নেতৃত্বে পরিচালিত এই অভিযানে চারটি গ্রামের ১৫০ জন মানুষ সকালে ঘুম থেকে উঠে কোদাল নিয়ে সড়কে জমায়েত হয়ে একযোগে সড়ক সংস্কারের কাজে নেমে পড়েন। ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান ইসমাইল হোসেন স্বেচ্ছাব্রতীদের উৎসাহ দেয়ার জন্য নিজে মাটি কেটে সংস্কার কাজের শুভসূচনা করেন।

সবজি বীজ বিতরণ: দি হাঙ্গার প্রজেক্ট-এর উদ্যোগে স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন 'স্পন্দন বি'-এর সহযোগিতায় পত্নীতলা উপজেলার আমাইড়, ঘোষনগর, পাটিচরা, নজিপুর, পত্নীতলা, কৃষ্ণপুর এবং আকবরপুর ইউনিয়নের ৫২০টি বন্যা কবলিত দরিদ্র পরিবারের মাঝে লাউ, শসা, পেঁপে, বরবটি, পালংশাক, লালশাক, মুলা, ঢেঁড়শ-সহ শীতকালিন শাক-সবজির বীজ বিতরণ করা হয়।